



46209 - যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ

প্রশ্ন

কোন খাতগুলোতে যাকাত বণ্টন করা ওয়াজবি?

প্রায় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে খাতগুলোতে যাকাত বণ্টন করা ওয়াজবি সেগুলো আটটি। আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে সেগুলো বর্ণনা করছেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে, এভাবে বণ্টন করা ফরয এবং এটি জিঞান ও প্রজ্ঞা নরিভর। তিনি বলেন: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসিকীন, যাকাতরে কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদরে চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০] এই হলো আটটি খাত; যাদেরকে যাকাত দয়া যাবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খাত: ফকরি ও মসিকীন: এদেরকে যাকাত দয়া হবে তাদের জরুরত (অত্যাবশ্যকীয়) ও প্রয়োজন নিবারণ করার জন্য। ফকরি ও মসিকীনের মধ্যে পার্থক্য হলো: ফকরি বেশি দরিদ্র। ফকরি হলো এমন ব্যক্তি যার কাছে তার নিজের ও তার পরিবারের অর্ধকে বছর চলার মত সম্পদ নাই। আর মসিকীনের অবস্থা ফকরির চেয়ে ভাল। মসিকীনের কাছে তাদের প্রয়োজনের অর্ধকে বা ততোধ অংশ পূরণ করার মত সম্পদ আছে; তবে সম্পূর্ণ প্রয়োজন পূরণ করার মত সম্পদ নাই। তাদেরকে তাদের প্রয়োজন নিবারণের জন্য যাকাত দয়া হবে।

কিন্তু আমরা প্রয়োজনকে কভাবে নির্ধারণ করব?

আলমেগণ বলেন: যা দিয়ে তারা ও তাদের পরিবার এক বছর চলতে পারবে ততটুকু তাদেরকে দয়া হবে। কনেনা বছর ঘুরলে সম্পদে যাকাত ফরয হয়। তাই যহেতে বছরপূর্তি যাকাত ফরয হওয়ার সময়সীমা; এ কারণে বছরপূর্তি ফকরি ও মসিকীনদের মাঝে যাকাত বণ্টনের সময়সীমা হওয়া বাঞ্ছনীয়; যারা যাকাত গ্রহণের হকদার। এটি ভালো অভিমত। অর্থাৎ আমরা ফকীর ও মসিকীনকে গোট্টা এক বছর চলার মত যাকাত প্রদান করব; চাই আমরা তাদেরকে খাদ্যদ্রব্য ও পোশাকাদি দিই কিংবা নগদ অর্থ দিই যা দিয়ে তারা নিজদের জন্য যা উপযুক্ত সট্টা খরদি করতে পারবে। কিংবা আমরা যদি তাদেরকে কোন যন্ত্র প্রদান করি যা দিয়ে সে উৎপাদন করতে পারবে যদি সে ঐ পশো জানে; যমেন দর্জি, মসিত্রি, কামার ইত্যাদি। অর্থাৎ আমরা তাকে ও তার পরিবারকে একবছর চলার মত যাকাত দবি।



তনি: যাকাতরে কাজে নয়িজোজতি কর্মী: অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধানরে পক্ষ থেকে যাদরেককে যাকাত আদায়রে দায়তিব দয়ো হয়ছে। এ কারণে আয়াতে বলা হয়ছে: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) যাকাতরে কাজে নয়িজোজতি কর্মী[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৬০]; *العاملون فيها* বলা হয়নি— এই দকিই ইঞ্জগতি করার জন্য য়ে, তাদরে এক ধরণরে কর্তৃত্ব রয়ছে। এরা হচ্ছনে সয়ে সকল ব্যক্তি যারা যাকাত দয়োর উপযুক্ত ব্যক্তিদিরে কাছ থেকে যাকাত আদায় করনে, এবং যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদিরে মধ্যে যাকাত বণ্টন করনে, হিসাব লখি়ে রাখনে। এ ধরণরে যাকাতরে কাজে নয়িজোজতি ব্যক্তিদিরেককে যাকাত থেকে দেওয়া হবো।

কনিতু তাদরেককে কতটুকু দেওয়া হবো?

যাকাতরে কর্মচারীরা কাজ অনুযায়ী যাকাতরে হকদার হবনে। য়ে ব্যক্তি যতটুকু দায়তিব পালন করছনে তনি তার দায়তিব অনুযায়ী যাকাত পাবনে; চাই সইে ব্যক্তি ধনী হন; কথিবা ফকরি হন। কেনো তারা তাদরে কর্মরে বনিমিয়ে যাকাত গ্রহণ করনে; তাদরে দারদিররে কারণে নয়। তাই তাদরেককে তাদরে কর্ম অনুপাতে যাকাত থেকে দেওয়া হবো। ধরুন যাকাতরে কর্মচারীরা ফকরি; তখন তাদরেককে তাদরে কর্মরে বনিমিয়ে যাকাত দেওয়া হবো এবং দারদিররে কারণে তাদরেককে এক বছর চলার মত যাকাত দয়ো হবো। কেনো তারা দুটো কারণে যাকাতরে হকদার; কর্মরে কারণে এবং দারদিররে কারণে। তাই দুটো কারণেই তাদরেককে যাকাত দেওয়া হবো। তবে আমরা যদি তাদরেককে কর্মরে বনিমিয়ে যাকাত দই; কনিতু এতে তাদরে এক বছররে প্রয়োজন না মটি; তাহলে আমরা তাদরে এক বছররে প্রয়োজনরে বাকীটুকু যাকাত থেকে দিয়ে পূরণ করব। উদাহরণতঃ এক বছরে তাদরে দশ হাজার রিয়াল হলে চলে। আমরা যদি তাদরে দারদিররে কারণে তাদরেককে যাকাত দই তাহলে তারা দশ হাজার রিয়াল পাবে। আর তাদরে কর্মগত পাওনা দুই হাজার রিয়াল। তাহলে আমরা তাদরেককে কর্মরে বনিমিয়ে দবি দুই হাজার রিয়াল, আর দারদিররে কারণে দবি আট হাজার রিয়াল।

চার: যাদরে চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তারা: এরা হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি ইসলামরে দকিই যাদরে চিত্তকে আকর্ষণরে জন্য তাদরেককে যাকাত দেওয়া হয়; চাই সয়ে এমন কাফরে হোক যার ইসলাম গ্রহণরে আশা রয়ছে। কথিবা এমন কোন মুসলমি ইসলামকে তার অন্তরে মজবুত করার জন্য আমরা তাকে যাকাত দবি। কথিবা এমন কোন দুষ্টি লোক হোক তার ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য আমরা তাকে যাকাত দবি। কথিবা এমন কোন ব্যক্তি যার সাথে সখ্যতা করার মধ্যে মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়ছে।

কনিতু সইে ব্যক্তি তার গোট্ররে নতো হওয়া কিশর্ত; যাতে করে তার সাথে সখ্যতা করার মাধ্যমে মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থ হাছলি হয়; নাকি ব্যক্তির চিত্তকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থই তাকে যাকাত দয়ো যাবে; যমেন যাকাত দয়োর মাধ্যমে ইসলামে সদ্যপ্রবেশকারী ব্যক্তির চিত্তকে আকর্ষণ করা ও তার হৃদয়ে ঈমানকে মজবুত করা?

এটি আলমেদের মধ্যে মতভেদপূর্ণ বিষয়। আমার কাছে অগ্রগণ্য হলো: এমন ব্যক্তির ঈমানকে মজবুত করার জন্য তাকে যাকাত দতি কোন আপত্তি নই। এমনকি কটে যদি গোট্রপতি না হয়; ব্যক্তি হিসাবেও তাকে যাকাত দয়ো যতে পারে।

যহেতু আল্লাহর বাণী: “যাদরে চত্বিত আকর্ষণ প্রয়োগেন তারা”— এর মর্ম সার্বকি। কনেনা আমরা যদি ফকরিক তে শারীরিক ও দহৈকি প্রয়োগনে দতিে পেরি তাহলে এই দুর্বল ঈমানদারকে তার ঈমান মজবুত করার জন্য দওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত। কনেনা কোন ব্যক্তরি ঈমানকে মজবুত করা তার দহেরে খাদ্যরে চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এই চার শ্রণীর ব্যক্তকিে মালকি বানয়িে যাকাত ওদয়ো হবে। অর্থাৎ তারা যাকাতরে পরপূরণ মালকি হব; এমনকি বছরে মাঝখানে যদি তাদের যাকাত খাওয়ার বশেষিট্য লপে পয়ে যায় তদুপরি গৃহীত যাকাত ফরিয়িে দয়ো তাদের উপর আবশ্যক হবে না। বরং সটো তাদের জন্য হালাল থাকবে। কনেনা আল্লাহ তাআলা তাদের হকদার হওয়ার ক্ষত্রে মালকিনার অর্থ প্রকাশক ল ব্যবহার করছেন। তনি বলেন: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ** । এখানে তনি লাম ব্যবহার করছেন। এর মর্ম হচ্ছ: ফকরি যদি বছরে মাঝখানে ধনী হয়ে যায় তাহলে গৃহীত যাকাত তাকে ফরিয়িে দতিে হবে না। উদাহরণতঃ আমরা যদি তাকে তার দারদিররে কারণে দশ হাজার রয়াল প্রদান করি; যা তার এক বছরে জন্য প্রয়োগেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বছরে মাঝখানে তাকে ধনী করে দনে কোন সম্পদ উপার্জনরে মাধ্যমে কথিা কোন নকিটাত্মীয় মারা গয়িে পরতিযুক্ত সম্পত্তি পাওয়ার মাধ্যমে কথিা অন্য কোন উপায়; তাহলে সে যে যাকাত গ্রহণ করছে সটো থেকে যতটুকু বাকী আছে সটো ফরেত দওয়া আবশ্যক হবে না। কনেনা সটো তার মালকিনাধীন।

পাঁচ: যাকাতরে হককার আরকেটি শ্রণী হচ্ছ— ক্রীতদাস: যহেতু আল্লাহ বলছেন: ক্রীতদাস । আলমেগণ ক্রীতদাসকে তনিটি বিষয় দয়িে ব্যাখ্যা করছেন: ১। মুকাতবি দাস; যে নজিকে তার মালকিরে কাছ থেকে বলিম্বে মূল্য পরশিোধরে বনিময়িে খরিদি করে নয়িছে। এমন দাসকে যাকাত দয়ো হব; যা সে তার মালকিকে পরশিোধ করবে। ২। কারো মালকিনাধীন দাস; যাকে আজাদ করে দয়োর জন্য যাকাতরে অর্থ দয়িে খরিদি করা হয়িছে।

৩। মুসলমি বন্দ; যাকে কাফরে পক্ষ বন্দ করিছে। তখন সেই কাফরে পক্ষকে যাকাত থেকে দওয়া হব যাত করে তারা এই বন্দকিে মুক্তি দয়ে। অনুরূপভাবে কডিন্যাপরে ক্ষত্রেও; যদি কোন কাফরে বা মুসলমি অন্য কোন মুসলমিকে কডিন্যাপ করে তখন কডিন্যাপরে শকার এই মুসলমিরে মুক্তপিণ হসিবে যাকাত থেকে পরশিোধ করত কে কোন বাধা নই। যহেতু কারণ অভিন্ন। সটেই হলো বন্দতি থেকে একজন মুসলমিকে মুক্ত করা। এটি সেই ক্ষত্রে যদি কোন অর্থ ছাড়া কডিন্যাপকৃত ব্যক্তকিে মুক্ত করা না যায় এবং কডিন্যাপকৃত ব্যক্তকি মুসলমি হয়।

ছয়: ঋণগ্রস্ত। আলমেগণ ঋণগ্রস্তদেরকে দুইভাগে ভাগ করছেন। (ক) দুই পক্ষরে ববিদ মীমাংসা করত গয়িে যনি ঋণী হয়িছেন এবং নজিরে প্রয়োগেন পূরণ করত গয়িে যনি ঋণী হয়িছেন। ববিদ মীমাংসা করত গয়িে ঋণীর উদাহরণ দয়ো হয় এভাবে যে, দুটো গোটরে মধ্যে ববিদ, ঋগড়া ও যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া। তখন নেতৃত্বস্থানীয়, প্রভাবশালী ভালো মানুষ এগয়িে এসে কিছু অর্থরে দায়তিব নয়োর মাধ্যমে দুই গোটরে ববিদ নরিসন করা। আমরা এই সংস্কারক ব্যক্তকিে তনি যে অর্থগুলোর দায় নয়িছেন সেগুলো যাকাত থেকে প্রদান করব। যে মহান কর্মটি তনি সম্পাদন করছেন এর বনিময়িস্বরূপ। যে কর্মটির মাধ্যমে মুনিদের মাঝে হুসা ও শত্রুতা নরিসন করা ও মানুষরে জান হফোযত করা সম্ভব হয়িছে। এই সংস্কারক



ব্যক্তি ধনী হন; বা ফকরি হন; তাঁকে যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে। কেননা আমরা তাকে তার নিজের প্রয়োজনে যাকাত দিই না; বরং তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসার যে কাজটি পালন করছেন সজেন্য আমরা তাকে যাকাত দিই।

(খ) যিনি নিজের জন্য ঋণী হয়েছেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যিনি নিজের প্রয়োজন নিবারণ করতে গিয়ে নিজের জন্য ঋণ নিয়েছেন কিংবা যিনি এমন কিছু খরচি করছেন যা তার প্রয়োজন; তিনি বাকীতে সেটা খরচি করছেন, কিন্তু তার কাছে অর্থ নাই। এমন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাত থেকে দেওয়া যাবে; তবে শর্ত হলো তার কাছে ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ না-থাকা।

মাসয়াল্লা: আমরা এই ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাত দিই উত্তম? নাকি ঋণদাতার কাছে গিয়ে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিই উত্তম?

এর বখান ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। যদি ঋণগ্রস্ত লোকটি ঋণ পরিশোধে ও দায়মুক্ত হতে আগ্রহী হয় এবং তাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য যা দিই হচ্চে সক্ষেত্রে সে বশ্বিস্ত হয় তাহলে আমরা সরাসরি তাকে দিই; যাতে করে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কেননা এভাবে করাটা তার ইজ্জত রক্ষা করার জন্য অধিক উপযুক্ত এবং মানুষের সামনে লজ্জা দেওয়ার চয়ে অধিক দূরবর্তী।

আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অপচয়কারী, সম্পদ নষ্ট করে এমন হয় এবং আমরা যদি তাকে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য অর্থ দিই; আর সে গিয়ে এটা দিয়ে জরুরী নয় এমন সব জিনিস কনি বসবে; তাহলে আমরা তাকে দিই না। আমরা তার ঋণদাতার কাছে গিয়ে বলব: অমুককে কাছে আনকিত পাওনা আছেন? এরপর আমরা সাধ্যমত সেই সম্পূর্ণ ঋণ বা ঋণের অংশ বশিষে পরিশোধ করে দিই।

সাত: আল্লাহর রাস্তা: আল্লাহর রাস্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে আল্লাহর রাস্তায় জহাদ; অন্য কিছু নয়। এর দ্বারা সব কল্যাণের রাস্তাকে উদ্দেশ্য নই সঠিক নয়। কেননা যদি এর দ্বারা সকল কল্যাণের রাস্তা উদ্দেশ্য হত তাহলে আল্লাহর বাণী: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসকীন, যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]— এর মধ্যে যাকাত বণ্টনের খাতকে আটটিতে সীমাবদ্ধ করার আর কোন মর্ম থাকে না। কারণ এতে করে সীমাবদ্ধকরণ প্রভাবহীন হয়ে যায়। তাই আল্লাহর রাস্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে— আল্লাহর রাস্তায় জহাদ। আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীকে যাকাত থেকে দেওয়া হবে। যাদের অবস্থা থেকে এটি ফুটে ওঠে যে, তারা আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করার জন্যই লড়াই করে; তাদেরকে তাদের খরচাদি, অস্ত্রশস্ত্রের জন্য প্রয়োজনমত যাকাত থেকে দেওয়া হবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদেরকে অস্ত্র কনি দেওয়াও জায়যে হবে। কিন্তু অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় লড়াই হতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করছেন; যখন তাকে জিজ্ঞাসে করা



হয়ছিলি: যবে ব্যক্তি বিশেষে প্রীতিবিশতঃ বা বীরত্ব দেখতে বা নিজের মর্যাদা দেখতে লড়াই করে; অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায়? তিনি বলেন: যবে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে উচ্চকতি করার জন্য জহাদ করে সেইই আল্লাহর রাস্তায়।

যবে ব্যক্তি দেশীয় প্রীতিবিশতঃ বা অন্য কোন প্রীতিবিশতঃ জহাদ করে সে আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না। তাই সেই ব্যক্তি সে সব কিছু হকদার হবে না; আল্লাহর রাস্তায় জহাদকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে ও আখরিতে যা কিছু হকদার হন। যবে ব্যক্তি বীরত্ববশতঃ জহাদ করে তিনি বীরত্বকে ভালোবাসনে বধিয় লড়াই করেন। যনি যবে গুণে গুণান্বতি সাধারণত তিনি যবে কোন অবস্থায় সটে করতে ভালোবাসনে। এমন ব্যক্তিও আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না। যবে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা দেখার জন্য জহাদ করে সে ব্যক্তি লৌকিকতা ও শ্রবণচ্ছেদর কারণে জহাদ করে; আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না। আর প্রত্যকে যবে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জহাদ করে না সে ব্যক্তি যাকাত থেকে কিছু পাওয়ার হকদার নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: আল্লাহর রাস্তায়। সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় রয়ছেন যনি আল্লাহর বাণীকে উচ্চকতি করার জন্য জহাদ করেন।

আলমেগণ বলেন: আল্লাহর রাস্তার মধ্যে শামলি সেই ব্যক্তিও যনি নিজেকে অন্য কিছু বাদ দিয়ে ইলমে শরয়ি অর্জনে নিমগ্ন রাখেন। তাই এমন ব্যক্তিকে তার খরচ, পোশাক, খাবার, পানীয়, বাসস্থান ও বইপুস্তক যা প্রয়োজন এগুলোর জন্য যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে। কেননা ইলমে শরয়ি এক প্রকার আল্লাহর রাস্তায় জহাদ। বরং ইমাম আহমাদ বলেন: “ইলমেরে তুল্য কিছু নাই; যদি নিয়িত শুদ্ধ হয়।” কারণ ইলম হচ্ছে শরয়িতেরে সবকিছুর মূল। ইলম ছাড়া কোন শরয়িত নাই। আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযলি করছেন যাত করে মানুষ ন্যায় বাস্তবায়ন করে, তাদের শরয়িতেরে বধিবিধান শখে এবং আবশ্যকীয় বিশ্বাস, কথা ও আমল জানে। হ্যাঁ; আল্লাহর রাস্তায় জহাদ সটো সর্বোত্তম আমল। বরং ইসলামেরে সর্বোচ্চ চূড়া। জহাদেরে মর্যাদার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইসলামে ইলমেরে মর্যাদাও অনেকে বড়। তাই ইলম আল্লাহর রাস্তায় জহাদেরে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এটি সুস্পষ্ট; যাত কোন আপত্তি নাই

আট: মুসাফরি: তিনি এমন ব্যক্তি সফরের মধ্যে যনি আটকা পড়ে গেছেন এবং যার খরচেরে অর্থ ফুরিয়ে গেছে। এমন ব্যক্তিকে যাকাত থেকে এতটুকু দেওয়া হবে যাত করে তিনি তার দেশে ফিরে যতে পারেন। এমনকি যদিও সেই ব্যক্তি তার দেশে ধনী হোক না কেন। কেননা সেই ব্যক্তি মুখাপকেষী। এই অবস্থায় আমরা এ কথা বলব না যবে, তোমার উপর ঋণ নয় ও সেই ঋণ পরিশোধ করা অনবির্য। কেননা তাহলে আমরা এ পরিস্থিতিতে ঋণী হওয়াকে তার উপর অনবির্য করে দিচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ঋণ নতি চায়; যাকাত নতি না চায়; তাহলে সটে তার ব্যাপার। আমরা যদি এমন কোন ব্যক্তি পাই যবে, তিনি মক্কা থেকে মদনিার পথে সফরে আছেন। সফরেরে মাঝে তার খরচেরে অর্থ হারিয়ে যায় এবং তার সাথে আর কোন অর্থ না থাকে; তাহলে সেই ব্যক্তি মদনিাতে ধনী হলেও আমরা তাকে মদনিায় পৌঁছা পরমাণ যাকাতেরে অর্থ প্রদান করব; কেননা এইটুকু তার প্রয়োজন। আমরা তাকে এর চয়ে বেশি দিবি না।

আমরা যখন যাকাত বণ্টনেরে খাতগুলো জানলাম; অতএব এ খাতগুলোর বাইরে সাধারণ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক



যে খাতগুলো রয়েছে সেগুলোর কোনটিকে যাকাত বণ্টন করা যাবে না। সুতরাং মসজিদ নির্মাণে যাকাত দয়া যাবে না, রাস্তা মরোমতে যাকাত দয়া যাবে না, লাইব্রেরী নির্মাণে যাকাত দয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা যখন যাকাত বণ্টনে খাতগুলো উল্লেখ করেছেন তখন তিনি বলছেন: **فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** (এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ এই বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরযকৃত। আল্লাহ হচ্চেন: সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।)

এরপর আমরা বলব: যাকাতের এই হকদারদের প্রত্যেকেকে যাকাত দয়া কি আবশ্যিক; যহেতু **واو** অব্যয়টি একত্রতিকরণে অর্থ দাবী করে?

জবাব হলো: সটে ওয়াজবি নয়। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ'য বনি জাবাল (রাঃ) কে ইয়মেনে পাঠানোর কালে বলেন: “তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে যাকাত দয়া ফরয করছেন; যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হবে।” সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র একটি খাতকে উল্লেখ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তাআলা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত খাতগুলো বর্ণনা করছেন; যাকাত বণ্টনে এ সবগুলো খাত শামলি হতে হবে; উদ্দেশ্য এমন নয়।

যদি কেউ বলবে: এই আট খাতের মধ্যে কোন খাতটিতে যাকাত বণ্টন করা অধিক উপযুক্ত?

আমরা বলব: উপযুক্ত হলো: যহে খাতের প্রয়োজন অতি তীব্র। কারণ এরা প্রত্যেকে যাকাত খাওয়ার বশেষিটধারী। সুতরাং যার প্রয়োজন তীব্র সেই সর্বাধিক উপযুক্ত। সাধারণতঃ এদের মধ্যে গরীব-মসকীনরাই অধিক প্রয়োজনগ্রস্ত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: “যাকাত হল কেবল ফকরি, মসকীন, যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৮/৩৩১-৩৩৯)